যুগান্তর

05 DEC 2005

মুহাম্মদ ফায়জুল হক

সার্ক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

পুরনো সব সীমাবদ্ধতা ঝেড়ে ফেলে নতুন করে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থাকে গড়ার সুযোগ করে দিতে পারে সার্ক। সার্ক দেশভুক্ত ইসলাম বিশেষজ্ঞরা এক কাতারে মিলিত হয়ে ভেবে দেখতে পারেন কীভাবে একটি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে এ অঞ্চলের ইসলাম শিক্ষার পথকে আধুনিক ও গতিশীল করা যায়

ভারতের প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিং গত ১২ নভেম্বর বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে ত্রয়োদশ সার্ক শীর্ষ সম্মেলনের উদ্বোধনী ভাষণে এ অঞ্চলের শিক্ষার মান উন্নয়নে আলাদা দক্ষিণ এশিয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেছেন। ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর উপলব্ধি অনুযায়ী এ অঞ্চলের প্রচলিত সাধারণ শিক্ষার উন্নয়নে দক্ষিণ এশিয়া বিশ্ববিদ্যালয় যেমন জরুরি, তেমনি জরুরি এ অঞ্চলে ঐতিহ্যগতভাবে প্রচলিত আরেক শিক্ষা ব্যবস্থা মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়নে আলাদা দক্ষিণ এশীয় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় বা সার্ক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা।

বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তানসহ সার্কের সবক'টি দেশেই মাত্রা ভিন্নতায় সাধারণ ও ধর্মীয় এ দু'ধরনের শিক্ষা চালু রয়েছে। সময়ের পরিবর্তনে দু'ধারার শিক্ষা ব্যবস্থারই আমূল পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হচ্ছে সবক'টি দেশে। বহুকাল ধরে চলে আসা মাদ্রাসা শিক্ষার সংস্কার প্রশ্নে চলছে নানা আলোচনা-পর্যালোচনা, পরীক্ষা-নীরিক্ষা। সরকারগুলো বিভিন্ন পন্থায় এ প্রক্রিয়া বাস্তবায়নের চেষ্টা করছে। নিয়ন্ত্রণ, উদারীকরণ বা আধুনিকায়ন সবরকম চেষ্টাই চলছে এ ব্যাপারটিতে। সে রকমই একটি পন্থা হতে পারে সার্ক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা।

বর্তমানে এ অঞ্চলের ইসলামী শিক্ষা নানাভাবে বিভক্ত হয়ে গেছে। বেড়ে গেছে অন্তর্দ্বন্দ্ব। ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে অঞ্চলবাসী। পুরনো সব সীমাবদ্ধতা ঝেড়ে ফেলে নতুন করে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থাকে গড়ার সুযোগ করে দিতে পারে সার্ক। সার্ক দেশভুক্ত ইসলাম বিশেষজ্ঞরা এককাতারে মিলিত হয়ে ভেবে দেখতে পারেন কীভাবে একটি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে এ অঞ্চলের ইসলাম শিক্ষার পথকে আধুনিক ও গতিশীল করা যায়। সার্ক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অন্যতম উদ্দেশ্য থাকবে- এ অঞ্চলের ইসলামী শিক্ষাকে এক সুতায় গেঁথে ফেলা, একক মানে মাদ্রাসা শিক্ষাকে নিয়ে আসা এবং শিক্ষার্থীদের সময়োপযোগী দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তর করা। এমন একটি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, যা গোটা অঞ্চলের ইসলামী শিক্ষার প্রতিনিধিত্ব করবে। মাদ্রাসা শিক্ষার প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চ স্তর পুরোটাতেই কি রকম কারিকুলাম, সিলেবাস বা ব্যবস্থাপনা থাকা বাঞ্ছনীয় তা নির্ধারণ করে দেয়া থাকবে। ইসলামী বিশেষজ্ঞ ও শিক্ষাবিদরাই নির্ধারণ করবেন এ সিলেবাস ও কারিকুলাম। একক সিলেবাসে পরীক্ষা নেয়া হবে, একক মান দেয়া হবে। এমনভাবে সিলেবাস গড়া হবে যেন তার মাধ্যমে একজন ছাত্র যেভাবে ধর্মীয় জ্ঞানে সমৃদ্ধ হবে, ঠিক তেমনি বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, বাণিজ্য, আইন, প্রশাসন ইত্যাদি জ্ঞানেরও ধারক হয়ে উঠবে। অনার্স ও মাস্টার্স পর্যায়ে বিভাগভিত্তিক বিভাজনে ধর্মীয় এবং জাগতিক শিক্ষার সমন্বয়ে সিলেবাস রূপায়ণ মোটেই অসম্ভব নয়। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে এখন চারবছরব্যাপী অনার্স কোর্সের প্রতি ইয়ারে সাবসিডিয়ারি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে নানা বিষয়। ইসলামী বিষয়গুলো বিভাগ অনুযায়ী সাবসিডিয়ারি বা মূল বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করে সিলেবাস তৈরি করা যেতে পারে। ধর্মীয় ও জাগতিক শিক্ষার সমন্বয়ে জ্ঞানার্জনেই আছে স্বার্থকতা। উপমহাদেশের জনমানুষের মনের মাঝে এ উপলব্ধিটি একেবারে গেঁথে আছে।

এ অঞ্চলের পিছিয়ে পড়া মাদ্রাসা পড়ুয়াদের এগিয়ে নেয়ার প্রাণবিন্দু হতে পারে সার্ক। সার্ক সরকারগুলো সার্ক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সহজেই কেন্দ্র থেকে নিজ নিজ দেশের মাদ্রাসাগুলোকে সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। যেভাবে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অন্যান্য কলেজগুলোকে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করা হয় প্রাথমিক পর্যায়ে এভাবে সার্ক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা না শুরু করা গেলেও অন্তত স্বতন্ত্র একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে কার্যক্রম চালু করা যায়, যেখানে মাদ্রাসা থেকে আগত যোগ্য প্রার্থীরা ভর্তির সুযোগ পাবে। ভিসা ব্যবস্থা সহজ করা হবে তাদের। ধীরে ধীরে চাইনিজদের মতো প্রতিটি দেশে প্রতিষ্ঠা করা হবে আলাদা আলাদা ক্যাম্পাস। ধর্ম, জ্ঞান-বিজ্ঞান ইত্যাদির সমন্বয়ে পুরোপুরি যোগ্য মানব হিসেবে বেরিয়ে এসে নিজ নিজ জাতির উন্নয়নে অবদান রাখবে এখানকার ছাত্ররা। এরই সংলগ্নতার সূত্র ধরে ধীর প্রক্রিয়ায় ক্রমান্বয়ে প্রচলিত মাদ্রাসাগুলোকে এর অধীভুক্ত করা হবে। এভাবে ধাপে ধাপে এগুলো তৃণমূল পর্যায়ের মাদ্রাসাসহ সব মাদ্রাসাকে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের একক কার্যসূচিতে নিয়ে আসা সম্ভব।

একবিংশ শতাব্দী হবে এশিয়ার শতাব্দী। এ স্লোগান ও বাস্তবতার মাঝে তফাৎ দূর করতে ইসলামী শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এত বিপুল জনগোষ্ঠীকে উপেক্ষা করার কোন উপায় নেই। এ জনগোষ্ঠীকে সত্যিকার অর্থে প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বের উপযোগী নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে উপরিউক্ত ব্যবস্থাদি গ্রহণই হতে পারে অন্যতম সহজ পন্থা। ব্যবসা, বাণিজ্য, প্রযুক্তির পাশাপাশি বিশ্বব্যাপী শিক্ষারও দ্রুতগতিতে বিশ্বায়ন ঘটছে। এ অবস্থায় আঞ্চলিক পর্যায়ে শিক্ষাব্যবস্থার এ রকম সমন্বয় খুবই অর্থবহ হয়ে উঠছে। ইউরোপীয় দেশগুলোতে এভাবে শিক্ষার এক রকম আঞ্চলিক বিশ্বায়ন শুরু হয়ে গেছে। ইসলাম ও ইসলামী শিক্ষাকে একবিংশ শতাব্দীর সময়োপযোগী করতে তৈরি হয়ে যাক না এ অঞ্চলে সে রকম একটি বিশ্বায়ন ধারা।